দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 18 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জামায়াত নেতাদের দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সভা গঠনে তৎপরতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও বিস্মিত : উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা

ইনকিলাব রিপোর্ট

বিগত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলেও শিক্ষাখাত জামায়াতিকরণের তৎপরতা চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দফতর, অধিদফতর ও বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ে দলীয় বিবেচনায় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আমলে পদায়ন করে যাওয়া কর্মকর্তারা অতি কৌশলে এখনও শিক্ষা খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে জামায়াতিকরণ করছে। বিগত সরকার আমলে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে জামায়াতের অসংখ্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় আড়াল করে শিক্ষা খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করেছে বলে খবর

২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

জামায়াত নেতাদের দিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেছে। এমনতর ঘটনার উদাহরণ পাওয়া গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা ১৬ থেকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিগত সরকার আমলে জামায়াত যেভাবে বিএনপির ঘাড়ে চড়ে শিক্ষা খাতকে জামায়াতিকরণ করেছে সেভাবেই এখন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে নতুন করে জামায়াতের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার তৎপরতা চলছে। বলা হয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালনায় প্রতি ৩ বছর অন্তর যে বোর্ড সভা গঠন করা হয় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে সে বোর্ড সভা গঠন করতে গিয়ে বেসরকারী খাত থেকে যেক'জন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রায় সবক'জনই জামায়াতের রোকন ও সমপর্যায়ের নেতা। বর্তমান ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইসলাম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ছেড়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে এ প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালনায় এ বোর্ড সভা কমিটিতে বেসরকারী খাত থেকে ৬ জন প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান থাকায় প্রফেসর মনিরুল ইসলাম বিগত সরকারের এসাইনমেন্ট অনুযায়ী বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে যে ৬ জনের নাম মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে ৪ জনই জামায়াতের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নেতা। বাকি দু'জনের একজন বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের মহাসচিব এবং অন্যজন প্রফেসর মনিরুল ইসলামের নিকটাত্মীয়।

বোর্ড সভায় বেসরকারী ৬ সদস্য হিসেবে যে চারজনের প্রস্তাব করা হয়েছে তারা হচ্ছেন- ইসলামী ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান, ডেমরা তামীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা যায়নুল আবেদীন, জামায়াত নেতা মাওলানা কামালউদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজশাহীর মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জামায়াত নেতা মাওলানা মোকাদ্দেসুল ইসলাম, ওলামা দলের মহাসচিব শাহ নেছারুল হক।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলেও মাদ্রাসা বোর্ডের পরিচালনা কমিটিতে সব জামায়াত নেতাদের নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রধান উপদেষ্টার হাতে থাকায় এসব বিষয়ে কোন কথা বলতে পারেননি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচেতন কর্মকর্তারা। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক সচিব আইয়ুব কাদরী দায়িত্ব গ্রহণের পর এ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মুখে আলোচনায় উঠে আসে। তাদের ধারণা বিষয়টি নয়া শিক্ষা উপদেষ্টার নজরে এলে তিনি মাদ্রাসা বোর্ডকে জামায়াত বা কোন দলের প্রভাবমুক্ত রাখতে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ধারকবাহকদের যোগ্য প্রতিনিধিদের দ্বারা এ [illegible]